بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

জলসা সালানা জার্মানির সফল উদযাপন, ব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি দিশানির্দেশ এবং যোগদানকারী অতিথিবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট স্থিত মসজিদ বায়তুস সুবুহ্-তে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমত ও অনুগ্রহে গত সপ্তাহে জামাত আহমদীয়া জার্মানির জলসা সালানা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করা উচিত, তিনি আমাদেরকে দীর্ঘ ব্যবধানের পর সাধারণ পরিস্থিতি অনুযায়ী জলসা আয়োজনের সৌভাগ্য প্রদান করেছেন।

ব্যবস্থাপনা ও জলসায় অংশগ্রহণকারীদের আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা উচিত। স্বেচ্ছাসেবকদেরও শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সুবিস্তৃত আয়োজনে নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় ঘাটতি ছিল, কিছু অতিথিকেও ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে, কিন্তু যেহেতু তারা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এসেছেন, তাই অভিযোগ করেননি, তবে আমি জানতে পেরেছি কিছু আয়োজন ঠিক ছিল না।

কর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। যেখানে তাদের বা বিভাগে কোনো দুর্বলতা ছিল, তা তাদের কর্মকর্তাদের ভুল নির্দেশনার কারণে। অতিথিরা কষ্ট পেলে সংশ্লিষ্ট অফিসাররাই দায়ী। এ জন্য তাদের আস্তাগ্ফার করা উচিত এবং ভবিষ্যতের জন্য 'লাল বই'য়ে লিখে সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত।

লিফটগুলি কাজ করছিল না, খুব কম টয়লেট ছিল, পানির সরবরাহ ঠিক ছিল না। নিরাপত্তাকর্মীরা অকারণে আটকে রাখছিলেন, অনুবাদেও অসুবিধা হচ্ছিল। শব্দও একটি সমস্যা ছিল। কিছু অতিথি অভিযোগ করেছিলেন যে তারা আমার খুতবা শুনতে পাননি। এমনকি জলসা চলাকালীন সময়েও আমি ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকি। অফিসার জলসা সালানা, অফিসার জলসা গাহ্ এবং আওয়াজ বিভাগের ইনচার্জ এর জন্য দায়ী। এখানে মানুষ জলসা শুনতে আসেন, শোনানোর ব্যবস্থা যদি সঠিক না হয় তাহলে জলসা করে

লাভ কী। বাকি আয়োজনে ঘাটতি সহ্য করা গেলেও জলসা শোনার আয়োজনে কোনো ঘাটতি সহ্য করা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এটা কোন জাগতিক উৎসব নয় যেখানে মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। সঠিক ভাবে আওয়াজ না পৌঁছনোর জন্য পিছনের দিকে বেশ কিছু জায়গায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। আমার হিসেব অনুযায়ী অন্তত সাত থেকে আট হাজার মানুষ আছে যারা জলসা ঠিকমতো শোনেননি। ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে মানুষকে দায়বদ্ধ করা হয়। লোকেরা যদি কথা বলছিল, তবে তাদের সঠিক তরবিয়তের অভাব রয়েছে, এক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকা মিশনারি ইনচার্য এবং মুরব্বীরা কেন সারা বছর তাদের তরবিয়ত করে না। একমাত্র তারাই এর জন্য দায়ী। সাধারণ মানুষের উপর অযথা দোষারোপ করবেন না। আহমদী সাধারণত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায়। এবার পুরুষদের তুলনায় নারীদের শৃঙ্খলা ছিল ভালো। পুরুষদের নিজেদের তরবিয়ত বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

উন্নয়নশীল জাতি তখনই সফল হয় যখন তারা তাদের দুর্বলতার দিকে নজর রাখে। সবকিছু ঠিক আছে বলে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করবেন না, এবং এতে লজ্জার কিছু নেই । আল্লাহ্ তাআলা দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিজেদের সংশোধন করার তৌফিক দান করুন। এতসব দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি আমাদের দুর্বলতাগুলোকে ঢেকে রেখেছেন এবং জলসায় আগত মেহমানদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অতিথিরা তাদের অসাধারণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই জলসার কারণে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ দেওয়ার জন্য জার্মানির জামাতকে মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অতিথিদের মতামত পেশ করতে গিয়ে হুজুর আনোয়ার বলেন, ভেরোনিকা, বুলগেরিয়ার একজন খ্রিস্টান মহিলা, যিনি একজন আইনজীবী এবং একজন পিএইচডি ডাক্তার, বলেছেন যে এত চমৎকার একটি জলসার আয়োজন করা হয়েছিল যে তিনি কারও মুখে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখতে পাননি। এই ঘটনার দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে আমি সম্বিত ফিরে পাই। বুলগেরিয়ার আরেক খ্রিস্টান মহিলা নাতালিয়া বলেছেন যে এই জলসা আমার মনে থাকবে। প্রথমবারের মতো হাজার হাজার মুসলমানকে একসঙ্গে ইবাদত করতে দেখলাম। সকল মানুষ সানন্দে সাক্ষাৎ করছিল। যুগ খলিফার বক্তৃতা ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক।

মেসিডোনিয়ার একজন খ্রিস্টান সাংবাদিক বলেছেন যে জলসার ব্যবস্থাপনাটি খুব উচ্চ পর্যায়ের ছিল। এমন একটি সমাবেশে যোগদান করা আমার জন্য অনেক গর্বের বিষয়, যাতে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতীয়তার মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেসিডোনিয়ার আরেক সাংবাদিক বলেছেন যে যুগ খলিফার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছিল। আমি অনেক আহমদী মুসলমানদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। তারা খুব ভালবাসার সাথে এবং হাসি মুখে কথা বলতেন। আমি 'ভালবাসা সবার জন্য এবং কারো জন্য ঘৃণা নয়' এর বাস্তব উদাহরণ দেখেছি এবং এই নীতি দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্লোভাকিয়ার একজন মহিলা শিক্ষিকা মার্টিনা সাহেবা বলেছেন যে তিনি আতিথেয়তার এমন উদাহরণ কখনও দেখেননি। বয়াত এবং নামাযের সময় তিনি তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। স্লোভাকিয়ার আরেক অতিথি বলেছেন যে তিনি জলসার আগে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি বলেন, জলসায় যোগদানের মাধ্যমে আমি আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারি। আহমদীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথে অতিথিদের পরিবেশন করে থাকেন। স্লোভাকিয়ার আরেক অতিথি বলেন, আমি আহমদীদের নৈতিকতা এবং আতিথেয়তা দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছি। আহমদীরা তাদের ধর্ম পালন করে থাকে। আলবেনিয়ার একজন অতিথি প্রফেসর ডাক্তার বলেন যে জলসাটি খুব অসাধারণ ছিল। এই জলসায় দেখলাম খিলাফতই আপনাদের ঐক্যের মূল কারণ।

বসনিয়া থেকে আগত ইতিহাসের অধ্যাপক হারিস সাহেব বলেন, জলসায় সবকিছু সুসজ্জিত এবং পরিকল্পনামাফিক ছিল। এটি একটি উত্তম ব্যবস্থাপনা ছিল। যুগ খলিফার প্রথম ভাষণেই আমার হৃদয় নির্মল হয়ে উঠেছিল। তাঁর সাথে সাক্ষাতটি আমার মনে খুব ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল এবং আমি খুব স্বস্তি অনুভব করেছি। বসনিয়া থেকে রেড ক্রসের সেক্রেটারি ইন্দিরা হায়দার বলেছেন যে খলিফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাতটি খুব আনন্দদায়ক ছিল। খিলাফত সারা বিশ্বের আহমদীদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমি একজন মুসলিম হিসেবে গর্বিত বোধ করছি।

জর্জিয়ার একজন মহিলা বলেছেন যে তিনি প্রথমবার এমন জলসা দেখলেন। তিনি বলেন, ছোট-বড় সকলেই পরিশ্রম করে কাজ করছিলেন। 'আলমি বয়াত' দেখে আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। জামাতের খলিফা আমাদের সামনে কলমের জেহাদের ধারণা তুলে ধরেন, যা আমি শতভাগ সমর্থন করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিশ্ব ভবিষ্যতে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে জানতে পারবে।

জর্জিয়ার একজন সুন্নি পণ্ডিত বলেছেন, খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদিনায় বসবাস করতেন। তিনি বলেন, শুনেছিলাম আহমদীরা আমাদেরকে কাফের বলে এবং তাদের আকীদা ভিন্ন। জলসায় আমি জামাতকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, খলিফার বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, আপনাদেরকে কাফের বলা ভুল। জলসার তিন দিনে আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছিলাম।

কসোভো থেকে জনৈক শিক্ষা পরিচালক বলেছেন যে জলসার দিনগুলিতে, আমি এমন বক্তৃতা শুনেছি যা সবসময় আমার মনে থাকবে। আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা সবসময় আমাদের হৃদয়ে থাকবে। কসোভোর মেয়র বলেছেন, এই অসাধারণ জলসায় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দৃশ্যগুলো আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। খলিফার ভাষণ ছিল চিত্তাকর্ষক, আতিথেয়তা ছিল আশ্চর্যজনক।

ক্যামেরুনের একজন প্রধান ইমাম বলেছেন যে তিনি প্রথমবারের মতো এত বড় প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছেন। এটা অবাক করার মতো যে বিভিন্ন রঙের মানুষ একটি পরিবারের মতো মিলিত হয়েছিল। ইমাম জামাতের বক্তৃতা ছিল প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন। এটা মেনে চললে জীবন জান্নাতে পরিণত হবে।

লিথুয়ানিয়ার একজন মহিলা যিনি স্বেচ্ছায় 'ইসলামী নীতি দর্শন' গ্রন্থটিকে লিথুয়ানিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তিনি বলেন, জলসা সালানা আমাকে জামাতকে মূল্যায়ন করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ দিয়েছে। আহমদীয়া জামাত তার মূলমন্ত্রকে সত্যিকারের রঙে অনুসরণ করছে। তুর্কি মহিলা শিক্ষক ইয়াসমিন সাহেবা, যিনি জার্মানিতে বসবাস করেন, বলেন যে খলিফার ভাষণ ছিল আমার প্রশ্নের উত্তর। জলসার পরিবেশ আমার খুব ভালো লেগেছে। এত লোকের একত্রিত হওয়া এবং ভালবাসার বন্ধনে লিপ্ত হওয়াটা ছিল অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার। সার্বিয়ার একজন সাংবাদিক বলেছেন যে জলসায় আপনাদের উত্তম ব্যবস্থাপনা আমাকে অবাক করেছে। ব্যবস্থাপনা বা ৪০,০০০ অতিথি কারও মধ্যে কোনও ত্রুটি দেখিনি। সার্বিয়ার আরেক মহিলা সাংবাদিক বলেছেন, আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আমার ভালোবাসার অনুভূতি রয়েছে। নারীদের উদ্দেশে খলিফার ভাষণটি ছিল খুবই মর্মস্পর্শী।

একজন জার্মান খ্রিস্টান ক্যাথলিক টিভি রিপোর্টার বলেছেন, খলিফার ভাষণ ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। ভাষণটি এমন ছিল যে এটি সম্পর্কে কেবল শোনা এবং চিন্তা করা যথেষ্ট নয়। জলসায় দোপাট্টা পরিহিতা এক জার্মান মহিলা বলেন, বক্তৃতার সময় আমার হৃদয় এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে আমার চোখ ভিজে গিয়েছিল। খলিফার কথা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল।

জলসাটি জার্মানির মিডিয়া দ্বারা ভালভাবে কভার করা হয়েছিল। চারটি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ৪১ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছে, এগারোটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন, পাঁচটি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ১৪ মিলিয়ন এবং অনলাইনের মাধ্যমে দুই মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছে। তিনি মনে করেন, এভাবে জলসার কাভারেজ ১৬ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহ্ এর আরও উত্তম ফলাফল তৈরি করুন।

মানুষ যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে, এসব হল আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা ও রহমত যে তিনি আমাদের দুর্বলতাগুলি আবৃত করে রেখেছেন। বিভিন্ন মসজিদ উদ্বোধনের সময় লোকেরা ইতিবাচকভাবে তাদের মত প্রকাশ করে যে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মতামত পরিবর্তন হয়েছে। তারা আরও অনুযোগ করেন যে, আমাদের পরিচিত আহমদীরা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমাদের অবগত করেননি। তাই, প্রতিটি আহমদীর উচিত হীন বোধ না করে ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র প্রচারপত্র বিতরণ উদ্দেশ্য পূরণ করে না। ধর্মের কথা শুনতে মানুষ এখনো আগ্রহী। আমাদের সর্বাবস্থায় আত্ম পর্যালোচনা করতে হবে। দুর্বলতা দূর করতে হবে। উন্নতির অনেক জায়গা আছে। সর্বোত্তম অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করে কাজ শুরু করুন। জলসার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণকারীদের সর্বদা সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় হোন এবং আমাদের সবাইকে জলসার উদ্দেশ্য আরও ভালোভাবে পূরণ করার তৌফিক দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
8 September 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in